115

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 28 MAY 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

৮ বছর পরে ডাকসু ভেঙে দেওয়া হলো

গঠনতন্ত্র সংশোধন : ৩৬৫ দিন মেয়াদান্তে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন, অন্যথায় স্বয়ং বিলোপ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রছাত্রী সংসদ (ডাকসু) ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় ডাকসু গঠনতন্ত্রের কয়েকটি ধারা সংশোধন করার ফলে ১৯৯০ সালে নির্বাচিত বর্তমান ডাকসু বিলুপ্ত হয় বলে কয়েকজন সিন্ডিকেট সদস্য জানিয়েছেন।

গতকাল সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত পৌনে ১০টা পর্যন্ত সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়। সভা সূত্রে জানা যায়, ডাকসুর মেয়াদ ৩৬৫ দিন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৩৬৫ দিন পার হওয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে নতুন ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ সময়ের মধ্যে নির্বাচন না হলে ডাকসু বাতিল হয়ে যাবে। স্বাভাবিক অবস্থায় ৯০ দিনের মধ্যে যেদিন ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, সেদিনই ডাকসু বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া ডাকসু নির্বাচনে শুধুমাত্র নিয়মিত ছাত্ররাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একজন সিন্ডিকেট সদস্য ব্যাখ্যা করে বলেন, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ডাকসুর আইনে পরিণত হয়েছে। সভার সূত্রমতে, আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

১৯৯০ সালের ৬ জুন সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচনে ডাকসুতে পূর্ণ প্যানেলে এবং অধিকাংশ হলে ছাত্রদল বিজয়ী হয়েছিল। ঐ নির্বাচনের ৩ বছর পরই ডাকসু কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৯৯৩ ও '৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন করে ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী দলের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের বিরোধিতার মুখে কর্তৃপক্ষ নির্বাচন স্থগিত করে। ১৯৯৭ সালে কর্তৃপক্ষ আবার ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তখন বর্তমান সরকারের বিরোধী ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিরোধিতার কারণে কর্তৃপক্ষ আর অগ্রসর হননি। ঐ বছরই সিন্ডিকেট ডাকসু বাতিলের সুপারিশ করে। উপাচার্য বলেছিলেন ঐ সুপারিশের মাধ্যমে ডাকসু অকার্যকর হয়ে পড়ে।

দীর্ঘ ৮ বছর ধরে ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া, সাহিত্য সাংস্কৃতিক ও ছাত্র কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।